গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

স্মারক নং-: ৩৭.০২.০০০০.১০৭.৩১.১৫০.২০২৩-**৩৩১৩** তারিখ: ২৬/১০/২০২৩

বিষয়: **সংযুক্ত প্রচার পত্রটি ফটোকপি করে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে অভিভাবকদের কাছে প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সংযুক্ত প্রচার পত্রটি ফটোকপি করে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে অভিভাবকদের কাছে আগামী ০৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে বিতরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: প্রচার পত্র (০২ পাতা)।

26/10/2023

(এস এম জিয়াউল হায়দার হেনরী)
সহকারী পরিচালক (মা.-২)
ফোন: ৪১০৫০১১৮

বিতরণ:

১। উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল) [আপনার আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানের ই-মেইলে প্রেরণ করার অনুরোধ রইল];

২। জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) [আপনার আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানের ই-মেইলে প্রেরণ করার অনুরোধ রইল];

৩। উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল) [আপনার আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানের ই-মেইলে প্রেরণ করার অনুরোধ রইল];

৪। অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক
সরকারি/বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও স্কুল এন্ড কলেজ (সকল) [প্রাপ্ত প্রচার পত্রটি ফটোকপি করে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে অভিভাবকদের কাছে প্রেরণ করার অনুরোধ রইল];

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০২। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা;
০৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
০৪। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
০৫। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, উপমন্ত্রীর দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
০৬। পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন/মাধ্যমিক/পরি: ও উন্ন:/প্রশিক্ষণ/অর্থ ও ক্রয়/মনি: এন্ড ইভা:), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা;
০৭। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সকল);
০৮। পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, (সকল অঞ্চল);
০৯। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, ইএমআইএস সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা (পত্রটি মাউশি অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ);
১০। পি এ টু মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
১১। সংরক্ষণ নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না

২০৪১ এর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে স্মার্ট নাগরিক তৈরির বিকল্প নেই। ভবিষ্যতের দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সাথে খাপ খাওয়াতে হলে শুধু মুখস্থ করায় পারদর্শী নাগরিক তৈরী করলে চলবে না। আমাদের এমন নাগরিক দরকার যে পাঠ্য বিষয়বস্তু সক্রিয় শিখনের মাধ্যমে অনুধাবন করে আত্মস্থ করবে, যেন তা পরে প্রয়োজনমতো প্রয়োগও করতে পারে। একইসাথে হাতে কলমে কাজ শিখে দক্ষ নাগরিক হবে। হবে দেশপ্রেমিক কিন্তু বিশ্ব নাগরিক, প্রতিযোগিতার বদলে সহযোগিতা করতে পারদর্শী এবং পরিবর্তনের সাথে নিজের যোগ্যতার রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম। নতুন শিক্ষাক্রম তেমন স্মার্ট নাগরিক তৈরির লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে।

এই লক্ষ্য নিয়ে ১০ বছরব্যাপী শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। প্রথমেই ২০১৭-১৮ সালে ৬ টি গবেষণা করে, ২০১৯ এ ৮০০ (আটশত) এর অধিক অংশীজনের সাথে মতবিনিময় ও বিভিন্ন দেশের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করে রূপরেখার খসড়া তৈরি করা হয়। এরপরে ২০২১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত অনুমোদনের পরে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় অনুমোদিত হয়। ২০২২ সালে পাইলটিং এর পরে ২০২৩ সাল থেকে ধাপে ধাপে ২০২৭ সালে পুরো শিক্ষাক্রম বাস্তবায়িত হবে।

বলা হচ্ছে - পড়াশুনা নেই, পরীক্ষা নেই, শিক্ষার্থীরা কিছু শিখছে না। এটি মিথ্যাচার। মানুষকে বিভ্রান্ত করবার জন্য এসব বলা হচ্ছে। এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি পড়বে, নিজেরা সক্রিয়ভাবে পড়বে, শিখবে। গ্রুপ ওয়ার্ক করে আবার তা নিজেরাই উপস্থাপন করবে। শুধু জ্ঞান নয়, দক্ষতাও অর্জন করবে। আর মূল্যায়ন হবে প্রতিটি কাজের। আবার ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন এবং বার্ষিক মূল্যায়নও হবে। কাজেই পরীক্ষা ঠিকই থাকছে, কিন্তু পরীক্ষার ভীতি থাকছে না। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং না হওয়াও আছে। শুধু তাই নয়, পারদর্শিতার ৭টি স্কেলে তাদের রিপোর্ট কার্ডও আছে।

অভিভাবকদের একটি উদ্বেগ হচ্ছে - বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়ালেখার জন্য তাঁদের সন্তানদের কীভাবে নির্বাচন করা হবে বা চাকুরি পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের সন্তানদের ফলাফলকে কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে। এই শিক্ষাক্রমের শিক্ষার্থীরা যখন উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করবে, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়াতেও পরিবর্তন আসবে। চাকুরির ক্ষেত্রেও পারদর্শিতার মূল্যায়নের ভিত্তিতেই নিয়োগ হবে। সেসব কার্যক্রমও ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

নতুন শিক্ষাক্রম ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট নাগরিক তৈরি করবে। এরা হবে সৎ, মানবিক, সহমর্মী, সৃজনশীল, উৎপাদনক্ষম, উদ্যোগী। এরা শুধু চাকুরি করবে না, নিজেরাই উদ্যোক্তা হবে, চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি করবে।

এই শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীরা খুশি। সচেতন অভিভাবকরা খুশি; তাঁদের সন্তান আনন্দের সঙ্গে স্কুলে যাচ্ছে, শিখছে। অভিভাবকদের আর কোচিংয়ের, নোট-গাইডের ব্যয়ের বোঝাও বইতে হবে না। তরুণ শিক্ষকরাও খুশি। অখুশি কেবল কোচিংয়ের শিক্ষকরা। আর যে অভিভাবকরা সন্তান প্রথম দ্বিতীয় হবার জন্য খুবই উদগ্রীব, শিখল কি না, বা দেহ-মনে সুস্থ মানুষ হলো কি না তা নিয়ে ভাবেননা - তারা অখুশি। একবার ভেবে দেখুন - মাঝেমাঝে আমাদের কোনো কোনো সন্তান যে মানসিক চাপ সইতে না পেরে আত্মহত্যার মতো পথ বেছে নেয়, আমরা কি আমাদের এই অতিমাত্রায় প্রতিযোগী মনোভাবের কারণে তাকে উস্কে দিচ্ছি না?